রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

২০১৬ সনের ২৭ নং

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুলাই ৭, ২০১৬

সূচিপত্র

		পৃষ্ঠা নং
১ম	খণ্ড—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৫৮৩—৫৮৮
২য়	খণ্ড—প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক জারীকৃত যাবতীয় নিয়োগ, পদোন্নতি, বদলী ইত্যাদি বিষয়ক প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৬৩৭—৬৫৪
৩য়	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৪র্থ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত পেটেন্ট অফিস কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ ইত্যাদি।	নাই
৫ম	খণ্ড—বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের এ্যাক্ট, বিল ইত্যাদি।	নাই
৬ষ্ঠ	খণ্ড—প্রথম খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত প্রজ্ঞাপনসমূহ ব্যতীত বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট, বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, সরকারি চাকুরী কমিশন এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধস্তন ও সংযুক্ত দপ্তরসমূহ কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপনসমূহ।	৮০৯—৮৩২
৭ম	খণ্ড—অন্য কোন খণ্ডে অপ্রকাশিত অধস্তন প্রশাসন কর্তৃক জারীকৃত অ-বিধিবদ্ধ ও বিবিধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।	নাই
৮ম	খণ্ড—বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।	নাই
	ক্রোড়পত্র—সংখ্যা	
	(১) . . . . .সনের জন্য উৎপাদনমুখী শিল্পসমূহের শুমারী।	নাই
	(২) . . . . .বৎসরের জন্য বাংলাদেশের লিচুর চূড়ান্ত আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৩) . . . . . বৎসরের জন্য বাংলাদেশের টক জাতীয় ফলের আনুমানিক হিসাব।	নাই
	(৪) . . . . . কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত বৎসরের চা উৎপাদনের চূড়ান্ত আনুষ্ঠানিক হিসাব।	নাই
	(৫) . . . . . তারিখে সমাপ্ত সপ্তাহে বাংলাদেশের জেলা এবং শহরে কলেরা, গুটি বসন্ত, প্লেগ এবং অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ ও মৃত্যুর সাপ্তাহিক পরিসংখ্যান।	নাই
	(৬) .....ইং তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক পরিচালক, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত ত্রৈমাসিক গ্রন্থ তালিকা।	নাই

১ম খণ্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংযুক্ত ও অধীনস্থ দপ্তরসমূহ এবং বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট কর্তৃক জারীকৃত বিধি ও আদেশাবলী সম্বলিত বিধিবদ্ধ প্রজ্ঞাপনসমূহ।

অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ

অধিশাখা-৩ (শুল্ক)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৬ চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ/৩০ মার্চ ২০১৬

নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০৭৬.১১.২১২—বি.সি.এস (কাস্টম্‌স এন্ড এক্সাইজ) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব ম, সফিউজ্জামান, যুগ্ম-পরিচালক, কাস্টম্‌স, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম সহকারী কমিশনার হিসেবে নিলাম শাখা, কাস্টম হাউস, চট্টগ্রামে কর্মরত থাকাকালীন ২০-০৬-২০০৭ তারিখে মেসার্স ফলগু সন্ধানী লিঃ, ঢাকা কর্তৃক আমদানিকৃত Mitsubishi fuso Drilling Rig নিয়ম বহির্ভূতভাবে নিলামে বিক্রির ক্ষেত্রে সরাসরি যুক্ত থাকায় তাঁর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারি (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩ (বি) উপ-বিধি মোতাবেক অসদাচরণের অভিযোগ আনয়ন করে ২১-১০-২০১৪ তারিখের স্মারক নং ০৮.০০.০০০০.০৩৮.৬৫.০৭৬.১১.৬১৩ এর মাধ্যমে বিভাগীয় মামলা চালু করে অভিযুক্তের নিকট কৈফিয়ত তলব করা হয়। অতঃপর তিনি যথারীতি জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানী প্রার্থনা করেন;

যেহেতু, গত ০২-০৯-২০১৫ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয় এবং ব্যক্তিগত শুনানীতে তাঁর প্রদত্ত বক্তব্য সন্তোষজনক প্রতীয়মান না হওয়ায় উক্ত বিধিমালার বিধি ৭(২)(সি) মোতাবেক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদনে জনাব ম. সফিউজ্জামান এর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি;

মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন. উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

যেহেতু, জনাব ম, সফিউজ্জামান, যুগ্ম-পরিচালক, কাস্টম্‌স, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম এর নিকট হতে প্রাপ্ত জবাব ও ব্যক্তিগত শুনানীতে পেশকৃত তথ্য, তদন্ত কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন এবং সংশ্লিষ্ট কাগজপত্রাদি পর্যালোচনায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়নি বিধায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে;

সেহেতু, জনাব ম, সফিউজ্জামান, যুগ্ম-পরিচালক, কাস্টম্‌স, এক্সাইজ ও ভ্যাট ট্রেনিং একাডেমি, চট্টগ্রাম-কে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিভাগীয় মামলাটি নিষ্পত্তি করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ নজিবুর রহমান
সচিব।

অর্থ মন্ত্রণালয়
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ
কেন্দ্রীয় ব্যাংক অধিশাখা

প্রজ্ঞাপনসমূহ

তারিখ, ৩০ মার্চ ২০১৬

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৫.১৫-১৮২—প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক আইন, ২০১০ এর ১০(১)(ঝ) ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে জনাব গাজী মোহাম্মদ জুলহাস এনডিসি, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড, ঢাকা-কে পরিচালক হিসেবে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

নং ৫৩.০০.০০০০.৩১১.১১.০১৬.১৫-১৮৩—বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক আদেশ, ১৯৭৩ এর ৭ ও ৮ ধারার বিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে জনাব মোহাম্মদ আবদুল কাইয়ুম, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি), ঢাকা-কে পরিচালক হিসেবে ৩ (তিন) বছরের জন্য নিয়োগ দেয়া হলো।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ রিজওয়ানুল হুদা
উপসচিব।

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
বিচার শাখা-৩

আদেশাবলী

তারিখ, ২৩ মার্চ ২০১৬

নং ২১৪-বিচার-৩/১ডি-০৯/২০১৫,—যেহেতু, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সাবেক সংযুক্ত কর্মকর্তা (অতিঃ জেলা জজ) বর্তমানে ফেনীর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, বেগম নিলুফার সুলতানা এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও বিধি ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও ডিজারসন (Desertion) এর অভিযোগে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০৯/২০১৫ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, বেগম নিলুফার সুলতানা-কে কারণ দর্শানোর প্রেক্ষিতে তাঁর দাখিলী লিখিত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীকালে গৃহীত বক্তব্য সন্তোষজনক গণ্য করে তাঁর রিুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও বিধি ৩(সি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও ডিজারসন (Desertion) এর অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট একমত পোষণ করেছেন।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগের সাবেক সংযুক্ত কর্মকর্তা (অতিঃ জেলা জজ) বর্তমানে ফেনীর অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, বেগম নিলুফার সুলতানা-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৯/২০১৫ নং বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

তারিখ, ২৪ মার্চ ২০১৬

নং ২২২—বিচার-৩/১ডি-০৩/২০১৪,—যেহেতু, ঢাকার সাবেক যুগ্ম- জেলা ও দায়রা জজ, বর্তমানে সিলেটের অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ জনাব ইফতেখার বিন আজিজ এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও বিধি ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগে অভিযুক্ত করে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ০৩/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়েছিল; এবং

যেহেতু, ঢাকার সাবেক যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ, বর্তমানে সিলেটের অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ জনাব ইফতেখার বিন আজিজ এর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলায় তদন্তকারী কর্মকর্তার পূর্ণাঙ্গ তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে আনীত সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর বিধি ৩(বি) ও বিধি ৩(ডি) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদানের সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট একমত পোষণ করেছেন।

সেহেতু, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের সাথে পরামর্শক্রমে ঢাকার সাবেক যুগ্ম-জেলা ও দায়রা জজ, বর্তমানে সিলেটের অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ জনাব ইফতেখার বিন আজিজ-কে তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত ০৩/২০১৪ নং বিভাগীয় মামলার অভিযোগের দায় হতে অব্যাহতি প্রদান করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবু সালেহ শেখ মোঃ জহিরুল হক
সচিব।

বিচার শাখা-৭

আদেশ

তারিখ, ২৪ মার্চ ২০১৬

নং বিচার-৭/২এন-৪৮/৮০-১৩০—মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন) এর ৪ ধারার প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার সন্তুষ্ট হয়ে আপনাকে (জনাব ফরিদুল ইসলাম, পিতামৃত-মফিজ উদ্দিন, মাতা-লতিফা বেগম, গ্রাম-পশ্চিম সুখনগরী, ডাকঘর-মাদারগঞ্জ, উপজেলা-মাদারগঞ্জ, জেলা-জামালপুর।) এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলার ৪নং বালিজুড়ি ইউনিয়নসহ মাদারগঞ্জ পৌরসভার ৪, ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ডের জন্য বিবাহ ও তালাক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক মৌখিক বা লিখিত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত বিবাহ ও তালাক নিবন্ধনের ক্ষমতা প্রদান করিল।

২। এই আইন ও উহার অধীন প্রণীত বিধিমালার বিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করা আপনার দায়িত্ব হইবে।

৩। সরকার বাতিল বা স্থগিত না করা পর্যন্ত অথবা লাইসেন্সধারী ব্যক্তির বয়স ৬৭ (সাতষট্টি) বৎসর না হওয়া পর্যন্ত এই লাইসেন্স বলবৎ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন সময় লাইসেন্সধারী ব্যক্তির উক্ত বয়স পুনঃনির্ধারণ করিতে পারিবে।

উল্লেখ্য, বর্ণিত বিষয়ে কোন উপযুক্ত আদালতের কোনরূপ নিষেধাজ্ঞা বা স্থগিতাদেশ থাকিলে এই নিয়োগ আদেশ স্থগিত বলে গণ্য হইবে।

ওয়াসিম শেখ
সিনিয়র সহকারী সচিব।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-০৫ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৯ চৈত্র ১৪২২/২৩ মার্চ ২০১৬

নং ৪২.০৩৮.০২৪.০০.০০.০২৯.২০০৯-১২৩—এতদ্বারা ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী কমিশন এর বাংলাদেশ পক্ষ নিম্নবর্ণিতভাবে পুনর্গঠন করা হলো ঃ

(ক) মন্ত্রী — চেয়ারম্যান/কো-চেয়ারম্যান
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা।

(খ) প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী — উপদেষ্টা
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা।

(গ) সিনিয়র সচিব/সচিব — উপদেষ্টা
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

(ঘ) সদস্য — প্রকৌশলী সদস্য
যৌথ নদী কমিশন,
বাংলাদেশ (পদাধিকারবলে)।

(ঙ) মহাপরিচালক (দক্ষিণ এশিয়া) — সদস্য
পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ঢাকা।

(চ) নির্বাহী পরিচালক, সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস), গুলশান, ঢাকা। — প্রকৌশলী সদস্য

(ছ) ড. আইনুন নিশাত — বিশেষজ্ঞ
প্রফেসর এমেরিটাস, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়।

(জ) মীর সাজ্জাদ হোসেন — বিশেষজ্ঞ
প্রাক্তন সদস্য, যৌথ নদী কমিশন,
বাংলাদেশ।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. জাফর আহমেদ খান
সচিব।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২২/৩১ মার্চ ২০১৬

নং ২৩.০০.০০০০.০৪০.৯৯.১৩৪.০৫.৯১—নির্দেশক্রমে বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের আওতায় আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও প্রতিবেদন সরবরাহের রেইট নিম্নরূপভাবে পুনর্নির্ধারণ করা হল:

(ক) উপাত্ত সংখ্যা, সময় ও স্টেশন সংখ্যার ভিত্তিতে প্রস্তাবিত রেইট :

(অংকসমূহ টাকায়)

ক্রমিক নং	আইটেম	সংখ্যা	উপাত্ত সরবরাহের ভিত্তি		
			৩ ঘন্টা অন্তর	দৈনিক	মাসিক
১	২	৩	৪	৫	৬
(১)	যে কোন উপাত্ত	১টি	১,০০০.০০	৮০০.০০	৫০০.০০
(২)	স্টেশন সংখ্যা	১টি	২০০.০০	১০০.০০	১০০.০০
(৩)	সময়	প্রতি ৫ বছর	২০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

(খ) প্রতিবেদনের দিন সংখ্যা অনুযায়ী প্রস্তাবিত রেইট :

(অংকসমূহ টাকায়)

ক্রমিক নং	প্রতিবেদনের দিন সংখ্যা	প্রস্তাবিত রেইট
১	২	৩
(১)	১-৫ দিন	৫০০.০০
(২)	৬-১০ দিন	১,০০০.০০
(৩)	১১-১৫ দিন	১,৫০০.০০
(৪)	১৬-২০ দিন	২,০০০.০০
(৫)	২১-২৫ দিন	২,৫০০.০০
(৬)	২৬-৩০ দিন	৩,০০০.০০

২। আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত ও প্রতিবেদন সরবরাহের ক্ষেত্রে পুনর্নির্ধারিত রেইট নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রতিপালন নিশ্চিত করতে হবে:

(ক) পুনর্নির্ধারিত রেইটসমূহ বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রকাশ, আবহাওয়া সদর দপ্তর/আঞ্চলিক অফিসসমূহের নোটিশ বোর্ড, রাডার/সিসমিক পর্যবেক্ষণাগার এবং অধিদপ্তরের অন্যান্য কার্যালয়ে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) পুনর্নির্ধারিত রেইট অনুযায়ী সরকারি কোষাগারে সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক কোডে অর্থ জমা প্রদান;

(গ) প্রাপ্ত অর্থের হিসাব প্রতি মাসে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ; এবং

(ঘ) পুনর্নির্ধারিত রেইট বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের সিটিজেন চার্টারে অন্তর্ভুক্ত করে হালনাগাদকরণ।

৩। অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের ট্রেজারী ও ঋণ ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের নন-ট্যাক্স রেভিনিউ অধিশাখা-১ এর ২১ মার্চ ২০১৬ তারিখের ০৭.০০.০০০০.১৪৩.১৯.০০৫.০২-০৯ সংখ্যক পত্রানুসারে এ আদেশ জারি করা হল।

৪। পত্র জারির তারিখ থেকে এ আদেশ কার্যকর হবে।

নাসিম বানু
সিনিয়র সহকারী সচিব।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
শাখা-জামস

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ০৩ এপ্রিল ২০১৬

নং-মশিবিম/শা-জামস/জেঃ কমিটি-৭/৯৯(অংশ-৩)/৬০—জাতীয় মহিলা সংস্থা আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ৯নং আইন) এর ১০(১) ধারা মোতাবেক জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জ এর সুপারিশের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে জাতীয় মহিলা সংস্থার গোপালগঞ্জ জেলা কমিটির সদস্য হিসেবে মনোনীত করা হলো ঃ

ক্রঃ নং	সংশ্লিষ্ট ধারা	সদস্য শ্রেণি	নাম ও ঠিকানা	পদবী
(১)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম নাসিমা আক্তার রুবেল, পাওয়ার হাউজ রোড, গোপালগঞ্জ	চেয়ারম্যান
(২)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম মাহমুদা বেগম, মডেল স্কুল রোড, গোপালগঞ্জ	সদস্য
(৩)	১০(১)(ছ)	বিশিষ্ট মহিলা	বেগম পর্শিয়া সুলতানা, মিয়া পাড়া, গোপালগঞ্জ।	সদস্য
(৪)	১০(১)(ঙ)	সমাজসেবী	বেগম নাহিদা খান মলি, মিয়া পাড়া, গোপালগঞ্জ।	সদস্য
(৫)	১০(১)(ঘ)	শিক্ষিকা	বেগম দিলরুবা সারমিন, গোপালগঞ্জ।	সদস্য

২। উপরোল্লিখিত সদস্যাগণের মধ্য হতে ১নং ক্রমিকের বেগম নাসিমা আক্তার রুবেল উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

৩। কমিটির মনোনীত চেয়ারম্যান ও বর্ণিত সদস্যগণ মনোনয়নের তারিখ হতে দুই বছর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে শর্ত থাকে যে, সরকার উক্ত মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে কোন কারণ না দর্শিয়ে তাঁদের পদ থেকে অপসারণ করতে পারবে এবং তাঁরাও সরকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে যে কোন সময় স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা-৭ (কলেজ-২)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ০২ চৈত্র ১৪২২ বঙ্গাব্দ/১৬ মার্চ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

নং ৩৭.০০.০০০০.০৬৮.২৭.০২৫.১৪-২০৩—যেহেতু, বি.সি.এস. (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তা জনাব মোঃ আবদুল মজিদ (৯১৪২), প্রাক্তন সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, দিনাজপুরে থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ এর ১৬ নং বিধি অনুসরণ না করে ক্রয় পরিকল্পনা ছাড়া ক্রয় কার্য সম্পন্ন করে অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে যথাক্রমে ১,৬৫,৯০,৮৭০/- (এক কোটি পয়ষট্টি লক্ষ নব্বই হাজার আটশত সত্তর) টাকা এবং কারণ ছাড়া দরপত্র বাতিল করে পছন্দের পক্ষকে উচ্চ দরে ক্রয়ের সুযোগ দিয়ে ৫৩,৮৩,৫৫৪/- (তিপান্ন লক্ষ তিরাশি হাজার পাঁচশত চুয়ান্ন) টাকা অতিরিক্ত ব্যয় করেছেন। তাছাড়া মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড অর্ডিন্যান্স ১৯৬১ এর সংশ্লিষ্ট বিধি এবং মহামান্য হাইকোর্টের রিট পিটিশন নং ৮১০০/২০১০ এর ভিত্তিতে ১৭-১০-২০১২ তারিখে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ না করে ৮৪ জন কর্মচারীকে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হয়ে নিয়মিত করার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) মোতাবেক "অসদাচারণ" ও "দুর্নীতি" এর অভিযোগে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু, তিনি উক্ত নোটিশের জবাব প্রদান করেন। পরবর্তীতে বিষয়টি তদন্তের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার পর তদন্তে তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় তাঁকে অব্যাহতি প্রদান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ আবদুল মজিদ (৯১৪২), সহযোগী অধ্যাপক (ইতিহাস), ভোলা সরকারি কলেজ, ভোলা এর ব্যক্তিগত শুনানিতে উপস্থাপিত জবানবন্দি ও আলোচ্য বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সকল রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে তাঁকে বিভাগীয় মামলা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সোহরাব হোসাইন
সচিব।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট
জেন্ডার, এনজিও এন্ড স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন (জিএনএসপি) ইউনিট

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ চৈত্র ১৪২২/২৯ মার্চ ২০১৬

নং স্বাপকম/স্বা:অর্থ:/জিএনএসপিইউ/জিএপি/০১/২০১৬/২৪৪— স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জেন্ডার, এনজিও এন্ড স্টেকহোল্ডার পার্টিসিপেশন (জিএনএসপি) ইউনিটের উদ্যোগে "Gender Equity Strategy, 2014" এর আলোকে "Gender Equity Action Plan" প্রস্তুতির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ কার্যক্রমকে কার্যকর ও ফলপ্রসূ করতে এবং সার্বিক সহায়তা দিতে নিম্নরূপ Gender Equity Action Plan Development Committee গঠন করা হ'ল :

সভাপতি

(১) মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সদস্যবৃন্দ

(২) ডা: মো: আজিজুল আলীম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এম এন সি এ এইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৩) ডা: শিমুল কলি, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এম সি আর এ এইচ, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর

(৪) ডা. ফেরদৌসি হক, ডেপুটি ডাইরেক্টর, প্রি-সার্ভিস এডুকেশন (পিএসই), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৫) ডা. মাহফুজার রহমান, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, এসেনশিয়াল সার্ভিস ডেলিভারী (ইএসডি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৬) ডা. মোহাম্মদ হোসেন, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, হসপিটাল সার্ভিসেস ম্যানেজমেন্ট (এইচএসএম), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৭) খন্দকার বদরুল আলম, সহকারী প্রধান, হেলথ এডুকেশন এন্ড প্রমোশন (এইচইপি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(৮) বেগম রহিমা আক্তার, সেবা পরিদপ্তর

(৯) ডা. আশরাফুল ইসলাম, উপ-প্রধান (এইচআইএস-ই-হেলথ), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(১০) ডা. তানভির আহম্মেদ চৌধুরী, প্রোগ্রাম ম্যানেজার, নন-কমিউনিকেবল ডিজিজেস কন্ট্রোল (এনসিডিসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(১১) ডা. গীতা রাণী দেবী, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, কমিউনিটি-বেইজড হেলথ কেয়ার (সিবিএইচসি), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

(১২) লাভলী ইয়াসমিন জেবা, জেন্ডার স্পেশালিস্ট, এনজিও হেলথ সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (এনএইচএসডিপি)

(১৩) Dr. Shamina Sharmin, Maternal Health Specialist, UNFPA

(১৪) Roshni Basu, Gender Specialist, UNICEF

(১৫) Ms. Yukie Yoshimura, JICA

(১৬) নির্মল কুমার হালদার, সিনিয়র সহ:প্রধান, প্ল্যানিং উইং, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

(১৭) প্রতিনিধি, জেন্ডার এন্ড উইমেন স্টাডিজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১৮) ডা. আয়েশা আফরোজ চৌধুরী, সিনিয়র সহকারী প্রধান, জিএনএসপি ইউনিট

সদস্য-সচিব

(১৯) উপপ্রধান, জিএনএসপি ইউনিট, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

কমিটির কার্যপরিধি

(ক) জেন্ডার ইকুয়িটি স্ট্র্যাটেজি, ২০১৪ এর আলোকে এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়নে ও বাস্তবায়নে পথনির্দেশনা প্রদান;

(খ) এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুতির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ;

(গ) জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, বয়:সন্ধিকালের স্বাস্থ্য, যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার, বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ, প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন ও দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়ক জেন্ডার ইস্যুর স্বপক্ষে প্রচারণা পরিচালনা;

(ঘ) প্রয়োজনানুযায়ী কমিটি কোন সদস্যকে যে কোন সময়ে কো-অপ্ট করতে পারবে।

২। গঠিত এ কমিটি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ সাইদুর রহমান খান
সিনিয়র সহকারী প্রধান (সিনিয়র সহকারী সচিব)।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
(উন্নয়ন-১ শাখা)

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৩ ফাল্গুন ১৪২২/২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৬

নং ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০২৩.২০১৩-১৮৫—যেহেতু আপনি জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলায় উপজেলা প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত থাকাকালে (বর্তমানে উপজেলা প্রকৌশলী, কাঠালিয়া, ঝালকাঠি) (বেতন স্কেল-১৮,৫০০-৮০০×১৪-২৯,৭০০/- টাকা, জ্যেষ্ঠতা নং-৫১২) এলজিইডির ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের জুন/২০১১ মাসের মাসিক সভার দুটি কার্যবিবরণী প্রস্তুতপূর্বক তা জারি করেন;

যেহেতু, আপনি উক্ত দুইটি কার্যবিবরণীতে ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং জুলাই/২০১১ মাসের সভায়ও বর্ণিত অনিয়মের বিষয়টি সংশোধন করেননি;

যেহেতু, আপনি ভূঞাপুর উপজেলা পরিষদের জুন/২০১১ মাসের কার্যবিবরণী জুলাই/২০১১ মাসে সংশোধন না করে নতুনভাবে প্রস্তুত করে দ্বিতীয় কার্যবিবরণীতে ক্রমিক নং-৪(১৩), ৪(১৪), ৪(১৫) ও ৪(১৬) অন্তর্ভুক্ত করে (১) গাবসারা ইউনিয়নের চরচন্দী হাটে মাটি ভরাট, (২) গোবিন্দাসী হাই স্কুলের হলরুমের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়ন, (৩) লোকমান ফকির কলেজের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ও (৪) ভূঞাপুর উপজেলায় ৪টি সীমানায় আরসিসি সীমানা চিহ্ন স্থাপন প্রকল্পগুলো অন্তর্ভুক্ত করেন;

যেহেতু, স্থানীয় সরকার বিভাগের ১৮-০৬-২০১৩ তারিখের ৪৬.০৬৭.০০৩.০০.০০.০২৩.২০১৩-৩৭৪ নম্বর স্মারক মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৩(বি) ও ৩(ডি) বিধিতে বর্ণিত যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়;

যেহেতু জনাব মোঃ মাহমুদুল আল ফারুক তাঁর বিরুদ্ধে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলায় জবাব প্রদান করেন এবং ব্যক্তিগত শুনানীর জন্য আবেদন জানালে তাঁর ব্যক্তিগত শুনানী গ্রহণ করা হয়;

যেহেতু, জনাব মোঃ মাহমুদুল আল ফারুক এর দাখিলকৃত জবাব, ব্যক্তিগত শুনানীতে প্রদত্ত বক্তব্য ও আনুষঙ্গিক রেকর্ডপত্র পর্যালোচনায় সন্তোষজনক বিবেচিত না হওয়ায় এ বিভাগের উপ-সচিব মোঃ খলিলুর রহমানকে তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়;

যেহেতু, তদন্তকারী কর্মকর্তার দাখিলকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় জনাব মোঃ মাহমুদুল আল ফারুক এর বিরুদ্ধে আনীত অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪ (২) (এ) বিধি অনুযায়ী লঘু দণ্ড হিসেবে ১ (এক) বছরের জন্য তিরস্কার দণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়;

সেহেতু, জনাব মোঃ মাহমুদ আল ফারুক, উপজেলা প্রকৌশলী, কাঠালিয়া, ঝালকাঠি (সাবেক উপজেলা প্রকৌশলী, ভূঞাপুর, টাংগাইল) এর বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা, ১৯৮৫ এর ৪(২) (এ) বিধি অনুযায়ী লঘু দণ্ড হিসেবে ১ (এক) বছরের জন্য তিরস্কার দণ্ড আরোপ করা হলো।

এ আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
সচিব।

পৌর-১ শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৪ চৈত্র ১৪২২/২৮ মার্চ ২০১৬

নং ৪৬.০০.০০০০.০৬৩.২৭.০১১.১৫-৩৪৯—যেহেতু, আপনি জনাব মোঃ জুলফিকার আলী, বাগেরহাট জেলার মোংলা পোর্ট পৌরসভার মেয়র এর দায়িত্ব পালনকালে অবসরপ্রাপ্ত কর নির্ধারক জনাব দান্তে সুধাংশু সরদার, স্টোর কিপার মিসেস নির্মলা ভান্ডার, কার্য সহকারী জনাব মোঃ আবু বকর ছিদ্দিক, নিম্নমান সহকারী-কাম-মুদ্রাক্ষরিক শেখ জাবেদ আলী, কর আদায়কারী জনাব মোঃ নুরুল আমিন, অফিস সহায়ক (এম,এল,এস,এস) জনাব মোঃ আবদুল মান্নানসহ অন্যান্য অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের প্রাপ্য বকেয়া বেতন, ভবিষ্য তহবিল, আনুতোষিক ভাতা, প্রভিডেন্ট ফান্ড ও সিকিউরিটি বাবদ প্রাপ্য বকেয়া পাওনাদি পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলেও স্থানীয় সরকার বিভাগের আদেশ বার বার অমান্য করে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের ন্যায্য পাওনাদি পরিশোধ করেননি; এবং

যেহেতু, অফিস সহায়ক (এম,এল,এস,এস) জনাব মোঃ শহিদুল ইসলামকে বিধি বহির্ভূতভাবে নিম্নমান সহকারী কাম মুদ্রাক্ষরিক পদে পদোন্নতি প্রদান করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনার এহেন কার্যকলাপ স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৩২ এর উপ-ধারা (১)(ঘ) অনুযায়ী অসদাচরণ বা ক্ষমতার অপব্যবহারের দায়ে বর্ণিত অপরাধ; এবং

যেহেতু, আপনি সুনির্দিষ্ট সরকারি নিয়মনীতি উপেক্ষাপূর্বক ক্ষমতার অপব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ অমান্য করেছেন; এবং

যেহেতু, আপনার বিরুদ্ধে আনীত বর্ণিত অভিযোগসমূহ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে; এবং

যেহেতু, আপনার দ্বারা পৌরসভার মেয়র এর ক্ষমতা প্রয়োগ পৌরসভার জন্য তথা জনস্বার্থের পরিপন্থি এবং প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমীচীন নয় মর্মে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে;

সেহেতু, সরকার আপনাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে;

এমতাবস্থায়, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ এর ৩১(১) ধারার বিধান অনুযায়ী বাগেরহাট জেলার মোংলা পোর্ট পৌরসভার মেয়র জনাব মোঃ জুলফিকার আলী-কে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলো।

জনস্বার্থে জারিকৃত এ'আদেশ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আবদুর রউফ মিয়া
উপসচিব (পৌর-১)।